স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ:

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

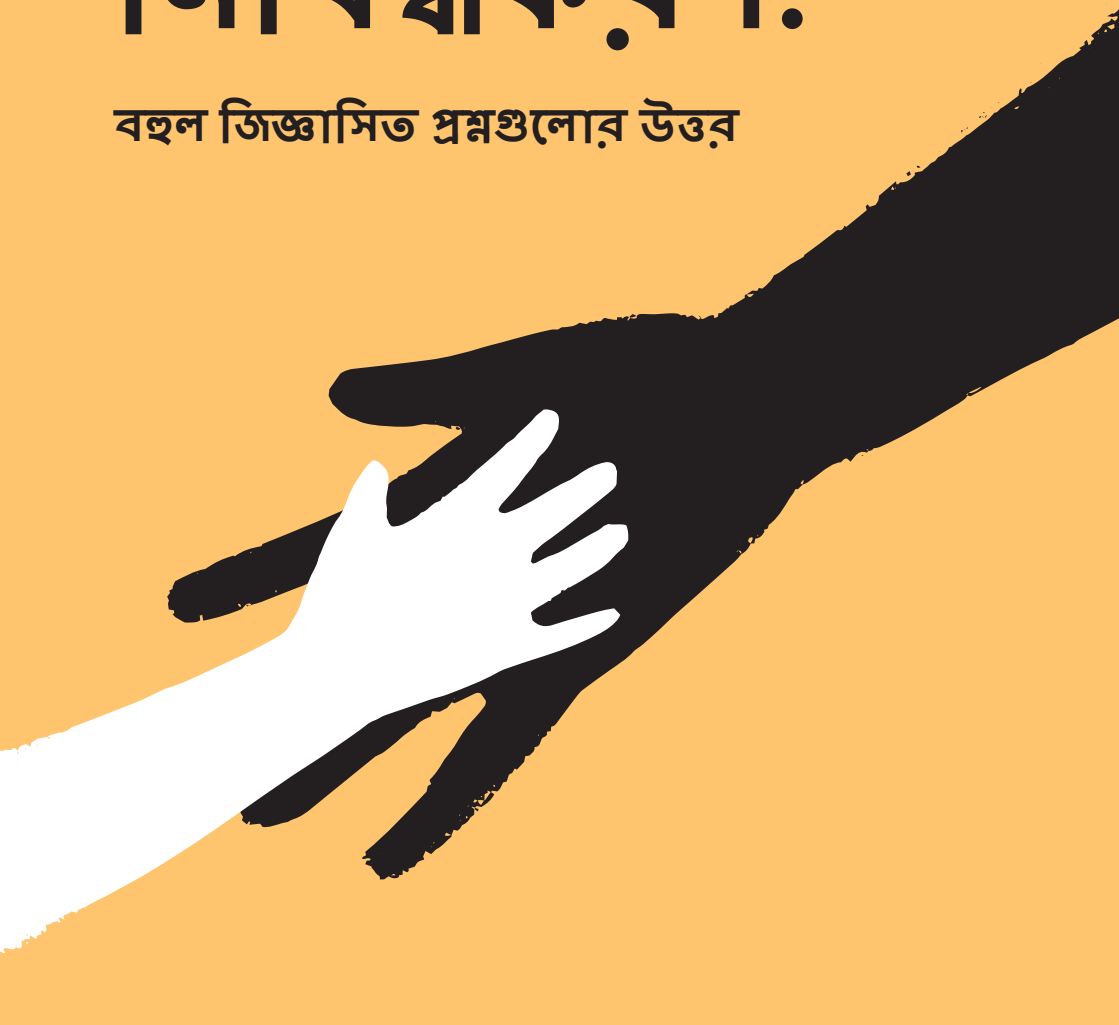

এই সিরিজের অন্যান্য বইগুলো হলো:

শিশুদের প্রতি সকল ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ:
বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

শিশুদের প্রতি সকল ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ:
শিশু ও তরুণ বয়সীদের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রকাশকাল ২০১৭

প্রকাশক: গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

www.endcorporalpunishment.org

চ্যারিটি নম্বর ৩২৮১৩২।

নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা: The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.net

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন সুইজারল্যান্ডে নিবন্ধিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিশু অধিকারভিত্তিক সংগঠন সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশনের ২৯টি সদস্য সংস্থার একটি। সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী।

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেনের প্রধান কার্যালয়: Rädda Barnen, SE-107 88 Stockholm, Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.

স্কুলে শারীরিক শাস্তি বন্ধের উদ্যোগ নিতে গিয়ে প্রায়শ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই বইয়ে সেই সকল প্রশ্ন থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যাতে করে মূল বিষয়গুলো সকলে বুঝতে পারেন। বইটি শারীরিক শাস্তি থেকে শিশুদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিয়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। ফলে তারা শিশুদের প্রতি সকল স্থানে সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: মূল নীতিমালা

৮. শিশুদের শারীরিক শাস্তি থেকে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

১১. শিশুদের যেকোনো পরিবেশে সকল ধরনের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

১২. শৃঙ্খলা বিষয়ক সমস্যাগুলোকে শৃঙ্খলা বিষয়ক সমাধানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

অধ্যায় ২: স্কুলে শিশুদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ: বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

১৬. বেশিরভাগ শিক্ষক চান না শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হোক। আমরা কি তাদের কথা শুনব, কারণ তারাই স্কুলে প্রতিদিনের শৃঙ্খলার বিষয়গুলো দেখেন?

১৮. শিক্ষকরা কেন চান না শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হোক?

২২. শিশুকে শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে চাইলে কি অবশ্যই শারীরিক শাস্তি দিতে হবে?

২৬. শিশুদের পিটিয়ে আহত করা কিংবা মেরে ফেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করলে কি স্কুলের শৃঙ্খলাব্যবস্থার আরও উন্নয়ন হবে না?

৩০. কিছু কিছু ধর্মীয় স্কুলে বলা হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই শারীরিক শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে। এই অবস্থায় তাদেরকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত করা কি বৈষম্যমূলক নয়?

৩২. জনাকীর্ণ শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবের কারণে স্কুলের অনেক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সবসময় এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলে তাদের এই মানসিক চাপ কি বাড়বে না?

৩৪. শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে আমাদের এখনই স্কুল ও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা রয়েছে। এই অবস্থায় আইনের পরিবর্তন আনা কতটা জরুরি?

৩৬ অধ্যায় ৩: দরকারি ওয়েবসাইট ও তথ্যসমূহ

অধ্যায় ১: মূল নীতিমালা

স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা মনে রাখা আবশ্যক:

শিশুদের শারীরিক শাস্তি থেকে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে

বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশই জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থন করেছে; আর সেকারণে অনুসমর্থনকারী প্রতিটি দেশের দায়িত্ব হলো সনদে উল্লেখিত শিশুদের অধিকারগুলো নিজ নিজ দেশে বাস্তবায়ন করা। সনদের ২৮ (২) ধারায় স্কুলের শৃঙ্খলা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে "স্কুলের শৃঙ্খলা বিধানের নিয়ম-কানুন যাতে শিশুর মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেজন্য উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"। শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি যারা সনদ বাস্তবায়ন মনিটরিং করছে তারা উল্লেখিত ধারা প্রসঙ্গে অব্যাহতভাবে বলে আসছে যে, এই ধারা বাস্তবায়নে স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে হবে। অন্যান্য চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটিগুলোও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্জনগুলো বাস্তবায়নে স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ওপর জোর দিয়েছে।

তার মানে স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের বিষয়টা মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভালোভাবে বোঝা যায়। একটি দেশে স্কুলে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তির প্রকোপ, শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং স্কুলে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে কার্যকর ইতিবাচক, অহিংস ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু স্কুলে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা "প্রমাণের জন্য" গবেষণা করার কোনো দরকার নেই, কারণ এটি একটি মানবাধিকারের বিষয়।

তা সত্ত্বেও অনেক গবেষণা থেকে এটি প্রমাণিত যে, শিখনের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, স্কুল পড়ুয়া শিশুদের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করার সাথে স্কুলে শারীরিক শাস্তির যোগসূত্র রয়েছে এবং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[১] শারীরিক শাস্তিসহ সহিংসতা শিশুদের স্কুল অপছন্দ করার ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ।[২]

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধীনে দেশগুলো "সকলের জন্য নিরাপদ, অহিংস, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ" (লক্ষ্য ৪ক) এবং শিশুদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতা অবসানের (লক্ষ্য ১৬.২) অঙ্গীকার করেছে। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য লক্ষ্যগুলো পূরণে স্কুলসহ সকল পরিবেশে শিশুদের শারীরিক শাস্তি অবসান হওয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক শর্ত।

১. ইউনিসেফ অফিস অফ রিসার্চ-ইনোসেন্টি (২০১৫), করপোরাল পানিশমেন্ট ইন স্কুলস: লংগিচুডিনাল এভিডেন্স ফ্রম ইথিওপিয়া, ইন্ডিয়া, পেরু এন্ড ভিয়েতনাম, ফ্লোরেন্স: ইউনিসেফ অফিস অফ রিসার্চ;

২. গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ (২০১৬), করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন: রিভিউ অফ রিসার্চ অন ইটস ইমপ্যাক্ট এন্ড অ্যাসোসিয়েশন; প্রতিবেদনটি পেতে ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করুন https://endcorporalpunishment.org/resources/research/

“শিশুদের সামগ্রিক শারীরিক ও মানবিক মর্যাদা পাবার অধিকার আছে।”

শিশুদের যেকোনো পরিবেশে সকল ধরনের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে

রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে একজন মানুষ হিসেবে শিশুদের মানবিক ও শারীরিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা। এই বুকলেটে স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে সরকার ও শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত পেশাজীবীদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে, শিশুদের বাড়িতে, শিশু যত্নকেন্দ্রে, বিকল্প পরিচর্যা, সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনীসহ তাদের জীবনের সকল পর্যায়ে সামগ্রিক শারীরিক ও মানবিক মর্যাদা পাবার অধিকার রয়েছে।

শৃঙ্খলা বিষয়ক সমস্যাগুলোকে শৃঙ্খলা বিষয়ক সমাধানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না

স্কুলে শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাসমূহের সাথে, তার সমাধানে স্কুল কীভাবে সাড়া দেবে তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করার প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যায় যে, শিশুদের নির্দিষ্ট কোনো আচরণের কথা উল্লেখ করে ওই ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণে শারীরিক শাস্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। কিন্তু শিশুদের আচরণ কখনোই সহিংসতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে না।

স্কুলের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাগুলোর কারণ একাধিক; যার মধ্যে শিশুদের স্বতন্ত্র সমস্যা যেমন আছে তেমনি স্কুলের পরিবেশ, কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের কীভাবে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া হয়, পাঠ্যক্রমের পর্যাপ্ততা এবং এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে। স্কুলের পরিচালনা ব্যবস্থা দুর্বল হলে এসব কারণ চিহ্নিত করে সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়না। শিশুদের শারীরিক শাস্তি দিয়ে কখনোই এ সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব নয়।

শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দরকার সৃষ্টিশীল, সহানুভূতিশীল, সহায়তামূলক, শ্রদ্ধাশীল ও বিশেষায়িত কর্মকান্ড ও ব্যবস্থা গ্রহণ, এটি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মেরে ও নির্যাতন করে সমাধান করা যাবে না। শিশুদের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে একটি উন্নতমানের আধুনিক ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা ও সেই ধারা বজায় রাখার অনেক পদ্ধতি ও কৌশল আছে যা সহজেই সংগ্রহ করা যেতে পারে (নির্বাচিত উদাহরণের জন্য ৩ নং অধ্যায় দেখুন)।

অধ্যায় ২: স্কুলে শিশুদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ: বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর

বেশিরভাগ শিক্ষক চান না শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হোক। আমরা কি তাদের কথা শুনব? কারণ স্কুলে প্রতিদিনকার শৃঙ্খলা তারাই দেখাশোনা করেন।

সরকারের উচিত শিক্ষকদের কাজের ক্ষেত্রে বিরাজমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় শিক্ষকদের সঙ্গে থাকা, কিন্তু শারীরিক শাস্তির মতো বিষয়ে সরকারকে জনগণের মতামতকে অনুসরণ করলে হবে না, বরং সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। যেমনটা তারা নেতৃত্ব দিয়েছে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, বর্ণ বৈষম্য ও জনস্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলোতে। এক্ষেত্রে দেশের শিশুদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দিতে হবে যাতে করে একটি দেশের পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতোই শিশুদের মানবিক মর্যাদার পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং এরপর শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে ও তাদেরকে সহায়তা করতে হবে যাতে করে শিশুদের অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

গবেষণা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, অহিংস, ইতিবাচক শৃঙ্খলা কর্মকান্ড ক্লাসরুমে ভালো ফলাফল বয়ে আনে, অন্যদিকে শারীরিক শাস্তির সঙ্গে অনেক নেতিবাচক ফলাফল জড়িয়ে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে কম আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা, দুর্বল শব্দভান্ডার, দুর্বল বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা, ধীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া।[৩] এছাড়াও এই কারণে শিশুরা স্কুলে উপস্থিত হওয়া থেকে

৩. অগান্ডো পোরটেলা, এম.জে এন্ড পেলস, কে.(২০১৫), করপোরাল পানিশমেন্ট ইন স্কুলস: লংগিচুডিরাল এভিডেন্স ফ্রম ইথিওপিয়া, ইন্ডিয়া, পেরু এন্ড ভিয়েতনাম-ইনলোসেন্টি ডিসকাসশন পেপার ২০১৫-০২, ফ্লোরেন্স: ইউনিসেফ অফিস অফ রিসার্চ

বিরত থাকে কিংবা ঝরে পড়ে।[৪] আবার, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকর শিখন পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সেটা দেখাও সরকারের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সরকারের দিক থেকে প্রশিক্ষণ, সহায়তা, পর্যাপ্ত সম্পদ ও স্কুল পরিচালনায় ভালোমানের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষকদের কার্যকর সহায়তা করতে হবে যাতে করে তারা একটি অহিংস, ইতিবাচক শৃঙ্খলা কৌশল নিজ নিজ স্কুলে চালু করতে পারে এবং তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, স্কুলে শারীরিক শাস্তি আর কোনোভাবেই আইনসম্মত নয়।

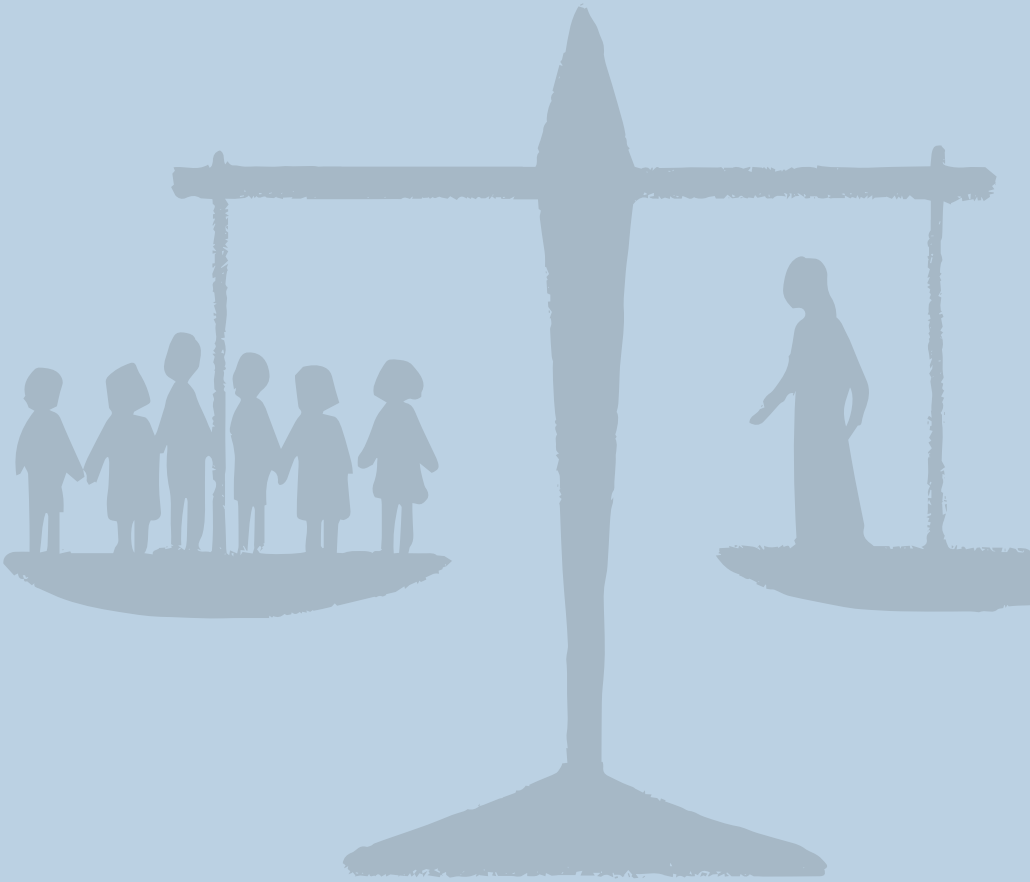

৪. পিনহেইরো, পি.এস. (২০০৬), ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন, জেনেভা: ইউনাইটেড নেশনস

শিক্ষকরা কেন চান না শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হোক?

উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়াও শিক্ষকদের দিক থেকে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের বিরোধীতা করার আরো যেসব কারণ থাকতে পারে:

অভ্যাস, ঐতিহ্য, পরিচিতি

আগেকার দিনে স্কুলগুলোতে শারীরিক শাস্তি খুবই সাধারণ একটা বিষয় ছিল। শিক্ষাঙ্গনে শারীরিক শাস্তি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ছিল; মা-বাবা শুধু যে এটিকে সমর্থন করতেন তা নয় এমনকি তারা কখনো কখনো শারীরিক শাস্তি দিতে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতেন। শিক্ষকরাও হয়তো তাদের নিজেদের ছোটবেলায় স্কুলে একই ধরনের শাস্তি পেয়েছিলেন। এবং অনেক শিক্ষক নিজ বাড়িতে তাদের সন্তানদের লালন পালনে শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

কিন্তু সময় বদলেছে এবং সমাজও অনেক এগিয়ে গেছে। শিশুদের অধিকারগুলো স্বীকার করে নেওয়া মানে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে আইনগতভাবে বন্ধ করার পাশাপাশি সামাজিকভাবে এর বর্জন করা, ঠিক যেভাবে বিভিন্ন দেশের সমাজ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে এগিয়ে এসেছিল। একে কোনোমতেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপবাদ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না, কারণ অতীতে শিক্ষকরা সমাজের চাহিদা মোতাবেক শিশুদের শাসন করতে দিয়ে শারীরিক শাস্তির চর্চা করেছেন কিন্তু এখন শিশুদের সাথে একটি ইতিবাচক ও অহিংস সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় হয়েছে।

আইনের চোখে বৈধতা

এতদিন পর্যন্ত স্কুলে শারীরিক শাস্তি আইনত নিষিদ্ধ ছিল না, ফলে স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনত শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করা হয়েছে। স্কুলে শারীরিক শাস্তি অনুমোদিত থাকায় অনেক স্কুলে শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে ইতিবাচক শৃঙ্খলা কৌশলগুলো চালু ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া শিক্ষা আইনেও শারীরিক শাস্তি বিষয়ে তেমন কিছু না বলায় কিংবা এ বিষয়ে শিক্ষা আইন নীরব থাকায় এবং সর্বোপরি শিশু লালন পালন ও শিক্ষায় কিছু মাত্রায় শারীরিক শাস্তি সার্বজনীনভাবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে শিক্ষকগণ কিছু মাত্রায় বল প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে ধরে নিয়েই স্কুলের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। তারা স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দোহাই দিয়ে শিক্ষার্থীদের শাস্তি অথবা অপমান করেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে স্কুলে শারীরিক শাস্তি আইনত নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে এই বার্তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্কুলে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আর কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং স্কুলের শৃঙ্খলার জন্য আরো বেশি শ্রদ্ধাপূর্ণ, ইতিবাচক ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ করার পথ করে দিয়েছে।

বিশ্বাস

ধর্মীয় স্কুলগুলোতে শারীরিক শাস্তি ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরনের যুক্তির বিকল্প যুক্তিগুলো সম্পর্কে সচেতনতা না থাকায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অহিংস শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নেওয়া এবং শারীরিক শাস্তি ব্যবহার বন্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক সহায়তা পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হলো– কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বলা হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই শারীরিক শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে; এই অবস্থায় তাদেরকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত করা কী বৈষম্যমূলক নয়? এ নিয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন ৩০ পৃষ্ঠায়।

জ্ঞানের অভাব

স্কুলে কার্যকর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শারীরিক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন এমন বিশ্বাস করার কারণ মূলত ইতিবাচক শৃঙ্খলা সম্পর্কে, শিশুদের অধিকার সম্পর্কে, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও শিশুরা কীভাবে শেখে সে সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। এছাড়াও শৃঙ্খলা কৌশল হিসেবে শারীরিক শাস্তির অকার্যকারিতা ও শিশুদের ওপর ও তাদের শিখনের ওপর শারীরিক শাস্তির নেতিবাচক প্রভাব এবং শাস্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারা। শিক্ষকরা অনেক সময় শিশুদের চাপে থাকার বিষয়গুলো বুঝতে পারেন না, কিংবা বুঝলেও গুরুত্ব দেন না যা শিশুদের শেখার দক্ষতা ও তাদের আচরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়গুলো অবশ্যই শিক্ষকদের চাকরি জীবনের শুরুতে ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

শিক্ষকের ওপর চাপ

শিক্ষকগণ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নাও পেতে পারেন, তাদের বেতনভাতা কম হতে পারে ও যথাযথ মূল্যায়ন নাও হতে পারে, ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে এবং স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি কম থাকতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং শিশুদের যেকোনো আচরণে তিনি রেগে যেতে পারেন ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ করতে পারেন, এমনকি "বেত্রাঘাত করতে পারেন" এবং এর ফলে ভালো মানের ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে নিজেদের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না। দেখুন-'জনাকীর্ণ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব থেকে স্কুলের অনেক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সবসময় এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলে তাদের এই মানসিক চাপ কি বাড়বে না?' এ নিয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন ৩২ পৃষ্ঠায়।

এই ধরনের কারণগুলো বুঝতে পারলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হবে এবং নিষিদ্ধকরণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে কোনো দোহাই দিয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাবে না, এমনকি শৃঙ্খলার আর কোনো উপায় কাজ করছে না বিধায় "শেষ উপায়" হিসেবে শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাবে না। এ ধরণের কোনো পরিস্থিতিই শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার কঠোর অবস্থার থেকে সরে আসার কারণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে এমন প্রায় সবগুলো দেশ জনমত গঠনের আগেই শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে, এতে করে পরবর্তীতে সহজেই শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের পক্ষে জনসমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। তবে সবদেশেই একটি ক্ষুদ্র অংশের মানুষ থাকে যারা স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাকে সকল ধরনের শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার কারণ হিসেবে দেখাতে চান, এই ধরনের তর্ক প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভুল তথ্য ও সত্য ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যার কারণে ঘটে থাকে। এ থেকে বের হওয়ার উপায় হলো শিক্ষকদের ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইতিবাচক কৌশলগুলো শেখানো এবং তারা যেন ক্লাসরুমে সেগুলো চর্চা করে সেটি নিশ্চিত করা; এমন দিন আসবে যখন হোমওয়ার্ক/বাড়ির কাজ না করার জন্য শিশুদের পেটানোর ঘটনা নিন্দনীয় ও বর্বর ঘটনা হিসেবে গণ্য হবে।

শিশুকে শ্রদ্ধা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে চাইলে কি শারীরিক শাস্তি দিতে হবে?

এই ধরনের যুক্তির ভিত্তি হলো শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের "সর্বোত্তম স্বার্থের কারণে"। এটি শৃঙ্খলার সঙ্গে শাস্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়কে গুলিয়ে ফেলে।

(ক) শিশুর **"সর্বোত্তম স্বার্থ"।** এই বিষয়ে শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি প্রতিবেদনে ৮নং সাধারণ মন্তব্যে "শারীরিক শাস্তি ও অন্যান্য নিষ্ঠুর কিংবা অবমাননামূলক শাস্তি থেকে শিশুদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বলেছে (অনুচ্ছেদ ১৯; ২৮, ধারা ২; এবং ৩৭, প্রসঙ্গত)" (অনুচ্ছেদ ২৬):[৫]

"একটি শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ বোঝানোর সময় পুরো শিশু অধিকার সনদকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে শিশু অধিকার সনদের অন্তর্ভুক্ত শিশুদের সকল ধরনের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ও শিশুদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়গুলোও রয়েছে। এটি করতে গিয়ে কোনোমতেই এখন কি ধরনের চর্চা চলছে তার ভিত্তিতে কোনো কাজের ন্যায্যতা খোঁজা যাবে না অর্থাৎ শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর কিংবা অবমাননামূলক শাস্তি যা শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও শারীরিক শুদ্ধতার অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তা যদি সমাজে চালু থাকে কিংবা চর্চা থাকে তাহলেও তার ভিত্তিতে এই ধরনের চর্চাগুলোর পক্ষে সাফাই গাওয়া যাবে না।"

(খ) **শৃঙ্খলা বনাম শাস্তি।** শ্রেণীকক্ষের ভালো ব্যবস্থাপনা মানে শাস্তি দেওয়া নয়। এই দুটোকে এক করে দেখা যাবে না। শ্রেণীকক্ষে ভালো ব্যবস্থাপনার ভিত্তি জোরজবরদস্তি নয়, বরং এটি তৈরি হয় বোঝাপড়া, পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও কার্যকর যোগাযোগের ভিত্তিতে। শারীরিক শাস্তি খারাপ

৫. এটি ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবী, রাশিয়ান ও চাইনিজ ভাষায় পাওয়া যায় এখানে http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en

আচরণ শেখানোর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার। এর মাধ্যমে শিশুদের একথা জানানো হয় যে বড়রা কোনো সমস্যা বা বিরোধীতার সমাধানে সহিংসতাকে ব্যবহার করে ও মেনে নেয়। শিশুদের অধিকার বিষয়ক কমিটির সাধারণ মন্তব্য নং ৮ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে যখন শারীরিক শাস্তি প্রত্যাখ্যাত হয়, শৃঙ্খলাকে একটি সুস্থ ও সুন্দর শৈশবের জন্য মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় (অনুচ্ছেদ ১৩):

"শিশুদের শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সহিংসতা ও অবমাননা বর্জন করার মাধ্যমে কমিটি কোনোমতেই শৃঙ্খলার ইতিবাচক ধারণাগুলোকে প্রত্যাখান করার কথা বলছে না। শিশুদের সুস্থ উন্নয়ন নির্ভর করে শিশুদের সামর্থ্যকে বিবেচনায় নিয়ে মা-বাবা ও অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের দেওয়া প্রয়োজনীয় পথ প্রদর্শন ও নির্দেশনার ওপর, যা শিশুদের সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।"

কখনো কখনো শিক্ষকদের শারীরিকভাবে বল প্রয়োগ করার দরকার হতে পারে; যেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব কম শক্তি প্রয়োগ করার নীতি মেনে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে এবং এটি করতে হবে সুরক্ষার অংশ হিসেবে, শাস্তি হিসেবে নয়। যেমনটা কমিটি ব্যাখ্যা করেছে (অনুচ্ছেদ ১৫):

"কমিটি এটি স্বীকার করে যে এমন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি হতে পারে যখন শিক্ষক ও অন্যান্যরা অর্থাৎ যারা শিশুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এবং আইনবিরোধীতাকারী শিশুদের সঙ্গে কাজ করে তারা মারাত্মক ধরনের আচরণের মুখোমুখি হতে পারেন যার কারণে তাদেরকে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় বল প্রয়োগ করার দরকার হতে পারে। এখানেও শিশুর সুরক্ষার জন্য বল প্রয়োগ এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য বল প্রয়োগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিটি হলো স্বল্পতম সময়ের জন্য ন্যূনতম মাত্রার বল প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা যায় এবং এটা নিশ্চিত করা যায় যে যেকোনো পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন সেটা নিরাপদ এবং পরিস্থিতি অনুপাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়নি।"

(গ) **শ্রদ্ধা বনাম ভয়।** শ্রদ্ধাকে অবশ্যই ভয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। শাস্তি পাওয়ার ভয় থেকে "ভালো" আচরণ করা মানে একটি শিশু শাস্তি এড়াতে ভালো ব্যবহার করছে, শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না। শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে অবিলম্বে কাজ আদায় করা যায় কিংবা কথা শোনানো যায় বলে মনে হলেও; বাস্তবে এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে যার মধ্যে দুর্বল বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও শিক্ষাগত অর্জন, এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার মতো বিষয়গুলো রয়েছে[৬] – শারীরিক শাস্তি শিখনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং শেখানো প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

শিশুদেরকে যখন তাদের স্বকীয়তার জন্য প্রশংসা করা হয় শিশুরা সত্যিকারভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখে। শিক্ষকগণ যখন শিশুদের মানবিক মর্যাদা ও শুদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, শিশুরা নিজেদের ও অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে শেখে। শিক্ষকরা যখন শিশুদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে ইতিবাচক ও অহিংসভাবে কাজ করেন, শিশুরা তখন শেখে যে অন্যকে খাটো না করেও মতবিরোধ মীমাংসা করা সম্ভব। ইতিবাচক ধরনের শৃঙ্খলার ফলে শিশুরা অন্যের সম্পর্কে ভাবতে পারা শেখে এবং তারা তাদের কাজের ফলাফল বা পরিণাম কি হতে পারে সেটাও অনুমান করতে শেখে। অহিংস পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার অনেক উপকরণ পাওয়া যায় যেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা বদলে নেওয়া অর্থাৎ অভিযোজিত করা ও অন্য ভাষার হলে নিজ ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে।[৭]

৬. গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ (২০১৬), করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন: তার প্রভাব এবং সংস্থার উপর গবেষণা পর্যালোচনা দেখুন এখানে, https://endcorporalpunishment.org/resources/research/

৭. এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই গ্লোবাল ইনশিয়েটিভ ওয়েবসাইট লিপিবদ্ধ আছে এখানে http://www.endcorporalpunishment.org অধ্যায় ৩ এ কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শিশুদের পিটিয়ে আহত করা কিংবা মেরে ফেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করলে কি স্কুলের শৃঙ্খলাব্যবস্থার আরও উন্নয়ন হবে না?

একটি শিশুকে পেটানো চড় মারার চেয়ে বেশি শারীরিকভাবে জখম করে, কিন্তু দুটোই সহিংসতা এবং দুটোই শিশুর শারীরিক ও মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার অধিকারের লংঘন। প্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রশ্নে সমাজ কখনোই মাত্রা ঠিক করে দেয় না বরং বলে যে কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতনই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে শিশুদের বেলায় কেন শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা ঠিক করা হবে?

আবার এটাও বলা ঠিক নয় যে, সহিংসতার মাত্রার ওপর প্রাপ্তবয়স্কদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অর্থাৎ তারা শিশুকে কতটা মারলে সেটা সহিংসতা হবে সেটা তারা ঠিক করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্করা প্রায়শ তাদের সঙ্গে শিশুদের আকার ও শক্তির পার্থক্য করতে পারে না, ফলে তারা শিশুকে শারীরিক নির্যাতন যতটা করবে বলে ভেবেছিল এবং তারা প্রকৃতপক্ষে যতটা করে তার মধ্যে পার্থক্য থাকে।

একটি বৃহৎ আকারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্করা তাদের শিশুদের "চড়" মারার ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচজনে দুইজন যতটা জোরে চড় মারবেন বলে ভেবেছিলেন মারার সময় তারচেয়ে জোরে মেরেছেন।[৮] ইন্সটিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এক গবেষণায় দেখেছে যে যেমন-শয়তানি-তেমন-শাস্তি ভেবে শিশুর ওপর যখন বল প্রয়োগ করার হয় তখন বল প্রয়োগের মাত্রা সাধারণত বেশি হয়ে যায়, অর্থাৎ যতটা বল প্রয়োগ করা হবে বলে ভাবা হয় সেটা ঠিক থাকে না, বল প্রয়োগ বেশি হয়ে যায়।[৯]

আইন প্রণেতাগণ ও সরকার সাধারণত 'শিশু নির্যাতন' ও 'শারীরিক শক্তি'-কে আলাদা করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ শারীরিক শাস্তি আসলে নির্যাতন এবং প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের নির্যাতন করে কিংবা শাস্তি দেয় শিশুদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এমন অনেক ঘটনা আছে যে স্কুলে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত শিশুটির মৃত্যু হয়েছে কিংবা শিশু মারাত্মক কিংবা স্থায়ীভাবে জখমের শিকার হয়েছে।

৮. কিরওয়ান, এ এন্ড বাসেত, সি. (২০০৮), প্রেজেন্টেশন টু এনএসপিসিসি: ফিজিক্যাল পানিশমেন্ট, ব্রিটিশ মার্কেট রিসার্চ ব্যুরো/ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি টু চিলড্রেন

৯. শেরগিল, এস.এস. ও অন্যান্য (২০০৩), "টু আইস ফর এন আই: দ্য নিউরোসায়েন্স অফ ফোর্স এসকালেশন", সায়েন্স, ভলিউম ৩০১, ১১ জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৮৭

স্কুলে শিশুদের অর্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শারীরিক শাস্তির প্রয়োগ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও শিক্ষার অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে (আরো দেখুন অধ্যায় ১: মূল নীতিমালা)। এছাড়াও শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষাবিদরা এখন জানেন যে সম্পূর্ণরুপে শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয় ও কৌতুহলশূন্য শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিশুরা যখন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখে সেই শেখা বেশি কার্যকর হয় এবং সেটাই উত্তম শিখন যেখানে শিক্ষক শিখন সহায়তাকারী হিসেবে শিশুকে শেখার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেন, তাকে উদ্দীপ্ত করেন ও শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেন। ভালো শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা শুধুই শিশুদের প্রতি অহিংস থাকার মধ্যে সীমিত নয় বরং শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপযুক্তভাবে যুক্ত করা ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংযোগ ঘটানো এবং তাদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিশুদের এখন আর মা-বাবার সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় না বরং তাদেরকে পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখা হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গী এই যে পরিবর্তন সেটা শিক্ষক ও অন্যান্য যারা শিশুর অভিভাবকস্থানীয় তাদের সবার জন্যই প্রযোজ্য। একজন মানুষ হিসেবে শিশুদেরও মানবাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারগুলো স্কুলের গেটে গেলেই বন্ধ হয়ে যায় না। শিশুদের বড়দের মতই আঘাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শাস্তি দেওয়া স্কুলের নিয়মকানুনের মধ্যে থাকুক আর নাই থাকুক, শিশুকে আঘাত করা শিশুর শারীরিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকারের লংঘন। এবং সকল ধরনের শারীরিক শাস্তি শিশুদের অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন যা আইনের অধীনে শিশুদের বড়দের মতই সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারের ব্যত্যয়।

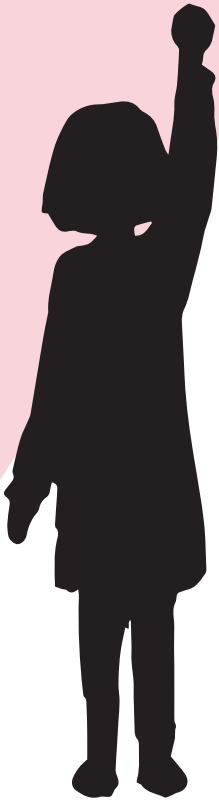

কিছু কিছু ধর্মীয় স্কুলে বলা হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই শারীরিক শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে। এই অবস্থায় তাদেরকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত করা কি বৈষম্যমূলক নয়?

কোনো কোনো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বেশিরভাগ ধর্মের নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে শিশুদের আঘাত করার কথা বলা নেই, যার মধ্যে খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মও রয়েছে। বরং সকল ধর্মে সমব্যথী হওয়া, সমতা, ন্যায্যতা ও অহিংসতার কথা বলা হয়েছে। সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের প্রচারকদের বিশেষ করে যিনি প্রথম যে ধর্ম প্রচার করেছেন তার জীবনী ও শিক্ষা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে তিনি কখনই শিশুদের নির্যাতন করেননি।

শিশুদের শারীরিক শাস্তির বিষয়টিকে কখনো কখনো ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে; এবং এটা করা হয়েছে মূলত কর্তৃত্ববাদ, ক্ষমতা ও শিশুদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সংস্কৃতি থেকে। সেখানে অন্ধ আনুগত্যকে পূণ্য হিসেবে এবং শারীরিক শাস্তিকে 'অবাধ্য' শিশুকে বাধ্য করার গ্রহণযোগ্য উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ধর্মীয় নেতারা বিশ্বব্যাপী শিশুদের শারীরিক শাস্তি বিলোপ আন্দোলনের অংশ হয়েছেন। ২০০৬ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত শান্তির জন্য ধর্ম বিশ্ব সম্মেলনে ৮০০ এর বেশি ধর্মীয় নেতা সর্বসম্মতিক্রমে– *শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলায় বহু-ধর্মীয় অঙ্গীকারে*

(কিয়োটো ঘোষণা)[১০] – সম্মতি দিয়েছেন। এই সম্মেলনে বিশ্বের সরকারসমূহের প্রতি শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক শাস্তিসহ সকল ধরনের সহিংসতা নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।[১১]

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি তাদের ৮নং সাধারণ মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে ধর্মীয় স্বাধীনতা "অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৈধভাবে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে"[১২]। কমিটি তাদের মন্তব্যে বলেছে যে:[১৩]

"কেউ কেউ শারীরিক শাস্তির পক্ষে বিশ্বাস-ভিত্তিক যুক্তিগুলো তুলে ধরেন, তারা বলেন যে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয়ভাবে শারীরিক শাস্তিকে শুধু সমর্থনই করেনি বরং এটি ব্যবহার করা দায়িত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (ধারা ১৮) সমুন্নত রাখা হয়েছে, কিন্তু ধর্ম ও বিশ্বাসের চর্চা অবশ্যই অন্যদের মানবিক মর্যাদা ও শারীরিক শুদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে..."

১০. পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্র দেখুন এখানে: http://churchesfornon-violence.org/wp/wp-content/uploads/2v012/02/Violence-Against-Children-3.pdf

১১. আরো জানতে দেখুন http://www.churchesfornon-violence.org/

১২. সাধারণ মন্তব্য নং ৮, অনুচ্ছেদ ২৯

১৩. সাধারণ মন্তব্য নং ৮, অনুচ্ছেদ ২৯

জনাকীর্ণ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব থেকে স্কুলে অনেক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সবসময় এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলে তাদের এই মানসিক চাপ কি বাড়বে না?

এই প্রশ্নের মধ্যে একটি সত্যকথার সহজ সরল স্বীকারোক্তি আছে: শারীরিক শাস্তি প্রায়শ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের চাপিয়ে রাখা কষ্টের বহিঃপ্রকাশ যেখানে শিশুদের শেখানোর কোনো কিছু নেই। অনেক স্কুলের জরুরিভিত্তিতে আরো বেশি সম্পদ ও সাহায্য দরকার, কিন্তু বড়দের সমস্যাগুলোর চাপ মোকাবেলা করার জন্য শিশুদের ক্ষতি করা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। শিশুদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বড়দের দুনিয়া সুন্দর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না; নারীদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তো পুরুষের অবস্থার উন্নতির জন্য অপেক্ষা করা হয়নি।

যাই হোক না কেন, শিশুদের আঘাত দিয়ে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। রাগের মাথায় শিশুদের আঘাত করার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড়রা অপরাধবোধে ভোগে। ইতিবাচক শৃঙ্খলার স্বার্থে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করা হয়েছে এমন স্কুলগুলোতে সবার জীবনে মানসিক চাপ কম।

একথা সত্যি যে অনেক শিক্ষক অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করেন। তারা হয়তো সেভাবে প্রশিক্ষণ পাননি, তাদের বেতন কম ও তাদের মূল্যায়নও যথাযথভাবে করা হয়নি, হয়তো তাদের স্কুলের ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং এমনকি স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নেই এবং স্কুল পরিচালনার মানও দুর্বল। এটি সহজেই বোঝা যায় যে, শিক্ষকরা পর্যাপ্ত সম্পদ কিংবা সহায়তা ছাড়া শিক্ষা-শিখন কার্যক্রমে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার ব্যাপারে কেন আগ্রহী নয়। শারীরিক শাস্তি দেওয়া থেকে শিক্ষকদের বিরত রাখতে সরকারের দিক থেকে অবশ্যই শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, স্কুলের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতমানের সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইন করে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শারীরিক শাস্তির ক্ষতিকর দিকগুলো তথ্য প্রমাণসহ যখন তুলে ধরা হবে, অহিংস শৃঙ্খলার ইতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, একই সঙ্গে তাদেরকে নতুন ইতিবাচক ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং আইন করে শারীরিক শাস্তি দেওয়া বন্ধ করা হবে তখন শিক্ষকসহ শিক্ষা পেশাজীবীদের সকলের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং স্কুলের পরিবেশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপকারে লাগবে।

শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে আমাদের এখনই স্কুল ও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা রয়েছে। এই অবস্থায় আইনের পরিবর্তন আনা কতটা জরুরি?

কোনো কোনো দেশে, নীতিমালায়, সরকারি বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশনা এবং/অথবা শৃঙ্খলা বিষয়ক নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা আছে যে শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু আইনে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা নেই, হয় আইনে এ বিষয়ে নীরবতা পালন করা হয়েছে কিংবা শারীরিক শাস্তি দেওয়া মেনে নিয়ে নীতিমালাকে দুর্বল করার সুযোগ করে দিচ্ছে।[১৪] শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে নীতিমালা গ্রহণ করা এ কথারই স্বীকৃতি দেয় যে, এটি ভুল এবং শেখার জন্য ক্ষতিকর একটি চর্চা; তবে আইনগতভাবে বর্জন না করার ফলে শিক্ষকগণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন, তারা তাদের করণীয় ঠিক করতে পারেন না। ফলে শিশুদের সুরক্ষা পাওয়া এবং সহিংসতামুক্ত শিক্ষালাভের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শারীরিক শাস্তি সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি করা আবশ্যক যাতে করে এটি সম্পূর্ণরুপে স্পষ্ট হয় যে শারীরিক শাস্তি আর কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪. শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে নীতিমালা আছে কিন্তু নিষিদ্ধ করে কোনো আইন নেই এমন দেশের তালিকার জন্য দেখুন, গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট টু চিলড্রেন (২০১৫, টুয়ার্ডস নন-ভায়োলেন্ট স্কুলস: প্রহিবিটিং অল করপোরাল পানিশমেন্ট। গ্লোবাল রিপোর্ট ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫

অধ্যায় ৩: দরকারি ওয়েবসাইট ও তথ্যসমূহ

শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ক আফ্রিকান বিশেষজ্ঞ কমিটি (২০১১),
স্টেটমেন্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট চিলড্রেন,
http://endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/reference-documents/ACERWC-statement-on-VAC-2011-EN.pdf

ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট অনলাইন–
http://classroommanagementonline.com/index.html

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি (২০০১),
"শিক্ষার লক্ষ্য" বিষয়ে ১নং সাধারণ মন্তব্য,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি (২০০৬), "শারীরিক শাস্তি ও অন্যান্য নিষ্ঠুর কিংবা অবমাননামূলক শাস্তি থেকে শিশুদের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯; ২৮, ধারা ২; এবং ৩৭, প্রসঙ্গত) বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য নং ৮",
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en

শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি (২০১১), "সকল ধরনের সহিংসতা থেকে শিশুদের মুক্ত থাকার অধিকার" বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য নং ১৩,
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en

কাউন্সিল অফ ইউরোপ, আঞ্চলিক প্রচারণা "পেটানোর বিরুদ্ধে হাত তুলুন!"–
www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment

কাউন্সিল অফ ইউরোপ, শিশুদের শারীরিক শাস্তি বিলোপ: প্রশ্নোত্তর, স্ট্রাসবার্গ: কাউন্সিল অফ ইউরোপ পাবলিশিং,
https://rm.coe.int/168046d05e

এডুকেশন ওয়ার্ল্ড –
www.educationworld.com

গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন –
www.campaignforeducation.org

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন –
www.endcorporalpunishment.org

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন (২০০৯), শিশুদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ: আইনী সংস্কার ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশিকা,
http://endcorporalpunishment.org/resources/resources-on-law-reform/legal-reform-handbook-2009/

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন (২০১২), স্কুলে শারীরিক শাস্তি দূরীকরণের উপায়,
http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/resources-for-eliminating-corporal-punishment-in-schools/

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন (২০১৫), অহিংস স্কুল প্রতিষ্ঠা: সকল

ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ: গ্লোবাল রিপোর্ট ২০১৫
http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/schools-report-2015/

শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব –
www.end-violence.org

গর্ডন ট্রেনিং ইন্টারন্যাশনাল –
www.gordontraining.com

ইন্টার-আমেরিকান কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (২০০৯), শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক শাস্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন,
http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/IACHR-report-on-corporal-punishment-2009.pdf

লার্ন উইথআউট ফিয়ার-
https://plan-uk.org/act-for-girls/about-because-i-am-a-girl/learn-without-fear

শিক্ষায় সহিংসতার বিরুদ্ধে মা-বাবা ও শিক্ষক-
www.nospank.net/books.htm

শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার উদ্যোগ, "শিশুদের জন্য সম-সুরক্ষায় আঞ্চলিক প্রচারণা"-
www.saievac.org/cp

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ –
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

ইউনিসেফ (২০০১), শিশু সুরক্ষা: শৃঙ্খলা ও সহিংসতা,
www.unicef.org/teachers/protection/violence.htm

ইউনিসেফ অফিস অফ রিসার্চ - ইনোসেন্টি (২০১৫), করপোরাল পানিশমেন্ট ইন স্কুলস: লংগিচুডিনাল এভিডেন্স ফ্রম ইথিওপিয়া, ইন্ডিয়া, পেরু এবং ভিয়েতনাম,
www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/Corporal%20Punishment%20in%20Schools.pdf

শিশুদের ওপর সমস্ত শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার সময় এসেছে। শিশুদের সম্মান ও মর্যাদার অধিকার এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে এখুনি।

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন শারীরিক শাস্তি বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধকরণ ও বিলোপসাধনে কাজ করছে এবং আইন সংস্কারের সকল ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org

www.twitter.com/Glendcorpun

www.facebook.com/Glendcorporalpunishment

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন সকল পরিবেশে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের জন্য অ্যাডভোকেসি করছে ও পরামর্শ দিচ্ছে। সুইডেনে ১৯৭৯ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়, যেখানে সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী শারীরিক শাস্তি আইনত নিষিদ্ধ ও বিলোপ করা এবং এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্ গণ্য করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

info@rb.se

www.raddabarnen.se

resourcecentre.savethechildren.se

GLOBAL INITIATIVE TO
End All Corporal
Punishment of Children

Save the Children